নিবেদন

'আশাপূর্ণাদেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ক' শিরোনামে আমার গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করেছি। 'পিএইচ. ডি.' উপাধির জন্য গবেষণা শুরুর আগে 'রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ফেলোশিপ' নিয়ে ২০০৮-২০১০ শিক্ষাবর্ষে 'এম. ফিল' পাঠক্রম শেষ করি। 'এম. ফিল' পাঠক্রমে 'আশাপূর্ণাদেবীর জীবন ও ত্রয়ী উপন্যাসে নারী চরিত্রের ক্রমবিকাশ' শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছিলাম। 'এম. ফিল' পাঠক্রমের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষকদের পরামর্শ নিয়ে পরবর্তীকালে 'আশাপূর্ণা দেবী'র বিখ্যাত উপন্যাসগুলি নিয়ে অনুসন্ধানে ব্রতী হই। তারপর 'রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ফেলোশিপে'র অধীনে পরবর্তী পর্যায়ে ২০১২ সনের ২৬ মার্চ তারিখে পিএইচ. ডি রেজিস্ট্রেশন হয়। এবং পূর্ববর্তী গবেষকদের গবেষণার বিষয় ব্যতিরেকে, আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমার গবেষণার সন্দর্ভ রচনা করি। আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দীপক কুমার রায়ের পরামর্শ ও সহযোগিতায় গবেষক জীবনের প্রথম আলোকশিখা প্রজ্বালিত হয়। তত্ত্বাবধায়কের আদেশে 'এম. ফিল' পাঠক্রমের শেষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সেখানকার গবেষণা কর্মের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করি। আর সেই তালিকার ভিত্তিতে 'আশাপূর্ণা দেবী'র উপন্যাসের অনালোচিত বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করি।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নিখিলেশ রায় আমাকে গবেষণা কর্মে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট, অধ্যাপক সুবোধ কুমার যশ, ড. উৎপল মণ্ডল, ড. তপন

কুমার মণ্ডল প্রমুখ শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপরামর্শ দিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রেজাউল করিম উত্তরবঙ্গ থেকে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেও মুঠোফোনের মাধ্যমে অনেক সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর অনুপ্রেরণা আমাকে নতুন নতুন বিষয়ে ভাবনায় ভাবিত করেছে। শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে 'আশাপূর্ণা দেবী'র সাহিত্য নিয়ে কয়েকটি গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই তাঁর কাছে আমার গবেষণা কর্মের অনেক জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান হয়েছিল। সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সহযোগীতায় আমার জানার পরিধি অনেকটাই সমৃদ্ধ হয়েছে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের আশীর্বাদ আমার আগামী জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।

আমার পিতা শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায় ও মাতা শ্রীমতীবাসুকা রায় গবেষণা কাজের সময় সমস্ত রকম সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের আশীর্বাদে আমার প্রতিদিনের পথ চলা। সহধর্মিণী মিঠুরাণী দাস সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করেছে গবেষণা কাজে, তার দায়িত্ববোধ ও কর্মপ্রেরণা দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার গবেষণার পরিপন্থী। অগ্রজ পিংকু রায় সংসারের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে পড়াশোনা করতে সাহায্য করেছে, তার সহযোগীতা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। এছাড়াও আমার গবেষণায় সাহায্য করেছে আরো কিছু মানুষ, যাদের সহযোগীতায় বাস্তব জীবনের দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার জানার পরিধি বেড়েছে। তাদের প্রতিদিনের জীবন যাপনে দাম্পত্য সম্পর্কের সুক্ষ্ম অনুভূতিগুলি আমাকে ভাবিত করেছে। যার ফলে দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করার জন্য উৎসাহিত বোধ করি। তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থভবন থেকে প্রয়োজনীয় গবেষণা অভিসন্দর্ভ, বই ও পত্র-পত্রিকা আমার গবেষণাকে উত্তরোত্তর ত্বরান্বিত করেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার থেকে কিছু সহযোগিতা পেয়েছি। কলকাতা লিটিল ম্যাগাজিন গবেষণাগারের অধিকর্তা সন্দীপ দত্ত অনেক পত্রিকা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে গবেষণা শুরুর মুহূর্তে বিষয় নির্বাচনে পরামর্শ দিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় অশ্রুকুমার শিকদার মহাশয়, কোচবিহার ঠাকুর পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার রায়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. বিকাশ রায়, শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপিকা শ্রদ্ধেয়া ড. উমা মাজি মুখোপাধ্যায় কিছু বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়েছেন। গবেষণা কর্মে আদ্যন্ত যিনি সারথি হিসেবে আমাকে পরিচালিত করেছেন, আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় দীপক কুমার রায়ের আশীর্বাদ ও সুপরামর্শ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আমার গবেষণা কর্মের মৌলিকতা বজায় থেকেছে শ্রদ্ধেয় সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের অনুপ্রেরণায়। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানিয়ে আগামী দিনে আমার গবেষণার সাফল্য কামনা করি।

তাং

স্থান–

স্বাক্ষর